রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ৩০, ২০২৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৫ পৌষ ১৪৩২/ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.২৪.৩১৪—বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির শীর্ষ নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি কখনও কোনো আসনে পরাজিত হননি। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় তাঁর ভূমিকা অপরিসীম।

২। তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন। তিনি বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান এবং পরবর্তী সময়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বেগম খালেদা জিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৩। বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক পরম মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব। গণতন্ত্র, বহুদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর অসামান্য ভূমিকা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত রাজনীতিককে হারালো।

৪। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে উপদেষ্টা পরিষদের ১৫ পৌষ ১৪৩২/ ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের বৈঠকে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৫। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. শেখ আব্দুর রশীদ
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

উপদেষ্টা পরিষদের শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ১৫ পৌষ ১৪৩২ / ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

দেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির শীর্ষ নেত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৪৬ সালে দিনাজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইস্কান্দার মজুমদার এবং মাতা তৈয়বা মজুমদার। তাঁর পিতা ভারতের জলপাইগুড়ি থেকে দেশ বিভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসেন। তাঁর আদি বাড়ি মূলত দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের জেলা ফেনীতে। তিনি দিনাজপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি জিয়াউর রহমানকে বিয়ে করেন।

ব্যক্তিগত জীবনে বেগম খালেদা জিয়া দুই সন্তানের জননী ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জনাব তারেক রহমান বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কনিষ্ঠ পুত্র জনাব আরাফাত রহমান ২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিদেশে মৃত্যুবরণ করেন।

স্বামী শহীদ রাষ্ট্রপতি, সেনাপ্রধান ও বীর মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ১৯৮২ সালে গৃহবধূ থেকে রাজনীতির মাঠে আসা বেগম খালেদা জিয়া ১৯৯১ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী এবং মুসলিম বিশ্বের দ্বিতীয় নারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি কখনও কোনো আসনে পরাজিত হননি। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রায় তাঁর ভূমিকা অপরিসীম।

বেগম খালেদা জিয়া ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে যোগ দেন। ১৯৮৩ সালে তিনি বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হন এবং পরবর্তী সময়ে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালে দলের চেয়ারম্যান নির্বাচনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনসহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বেগম খালেদা জিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা জাতির কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

১৯৮০-এর দশকে এরশাদের সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কঠোর বিরোধিতা এবং বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তিনি 'আপসহীন নেত্রী' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর মেয়াদকালে বড় ধরনের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। সে সময় দেশে কর্মসংস্থানের হার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। ঐ সময়ে তৈরি পোশাকশিল্প খাতে পাঁচ বছরে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধি ছিল ২৯ শতাংশ। প্রায় দুই লাখ নারী পোশাকশিল্প খাতে কর্মসংস্থান লাভ করেন।

তিনি মেয়েদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি কর্মসূচি চালু করেন, যা বাংলাদেশের নারী শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৯৯১ সালে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর অর্থনৈতিক উদারীকরণের মাধ্যমে তিনি দেশের অর্থনীতির একটি মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেন।

বেগম খালেদা জিয়া শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক দলের নেত্রীই ছিলেন না; তিনি ছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তাঁর অবদান, তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম এবং তাঁর প্রতি জনগণের আবেগ বিবেচনায় নিয়ে সরকার চলতি মাসে তাঁকে রাষ্ট্রের অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করে।

বেগম খালেদা জিয়া ছিলেন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক পরম মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব। গণতন্ত্র, বহুদলীয় রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর অসামান্য ভূমিকা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। স্বৈরাচার ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন নেতৃত্ব বারবার জাতিকে গণতন্ত্রহীন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছে এবং মুক্তির প্রেরণা যুগিয়েছে।

দেশ ও জাতির প্রতি তাঁর সমুজ্জ্বল অবদান জাতি চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রা, গণমুখী নেতৃত্ব এবং প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সমুন্নত রাখতে তাঁর অবিচল ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এমন একজন মহান, দূরদর্শী ও নিখাদ দেশপ্রেমিক নেত্রীর শূন্যতা পূরণ হবার নয়।

রাজনৈতিক সাফল্যের কারণেই বেগম খালেদা জিয়া চরম রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছিলেন। মিথ্যা ও বানোয়াট মামলায় তাঁকে ১৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং দীর্ঘদিন তাঁকে কারাবাস করতে হয়। তিনি নির্জন কারাগারে অমানবিক আচরণের শিকার হয়ে চরম অসুস্থ হয়ে পড়েন। তদুপরি দেশ-জাতির কল্যাণে সবসময়েই তিনি ছিলেন অনমনীয় ও দৃঢ়।

রাজনৈতিক মতপার্থক্য সত্ত্বেও জাতির কল্যাণে তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রা, গণমুখী নেতৃত্ব এবং দৃঢ় মনোবল সব সময় পথ দেখিয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে দেশ একজন অভিজ্ঞ ও পরীক্ষিত রাজনীতিককে হারালো।

উপদেষ্টা পরিষদ বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে, তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd